নিরুপমা দেবীর

শ্যামলী

পরিবেশক • কল্পনা মুভিজ্ লিঃ

alpana

নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রযোজিত

কল্পনা মুভিজ্‌ লিমিটেডের নিবেদন

নিরুপমা দেবী'র

শ্যামলী

রূপায়ণে :

উত্তমকুমার ★ কাবেরী বসু ★ অনুভা গুপ্তা

মলিনা দেবী : অহীন্দ্র চৌধুরী : অনুপ কুমার : অপর্ণা দেবী

মণিকা গাঙ্গুলী : রাণীবালা : তুলসী চক্রবর্ত্তী

সন্তোষ সিংহ : হরিধন মুখোপাধ্যায় : শিবকালী চট্টোপাধ্যায় : অমরেন্দ্র বিশ্বাস : খগেন পাঠক : রাজলক্ষ্মী (বড়) : আশা : উষা : করালী : বেলারাণী : সন্ধ্যা : আরতী : মঞ্জু প্রভৃতি

চিত্রগ্রহণ ও পরিচালনা ঃ অজয় কর ● সঙ্গীত পরিচালনা ঃ কালিপদ সেন

সংগঠনকারীগণ :

যন্ত্রসঙ্গীত
সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা

রূপসজ্জা
শৈলেন গাঙ্গুলী

গীতরচনা
গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও
পণ্ডিত ভূষণ

সম্পাদনা
অর্দ্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়

ব্যবস্থাপনা
কৈলাস বাগচী ও
রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

অপারেটিং ক্যামেরাম্যান
বেবী, ইসলাম

চিত্রনাট্য
নিতাই ভট্টাচার্য্য

শিল্প নির্দ্দেশ
সুনীল সরকার

শব্দগ্রহণ
জে. ডি. ইরাণী (সংলাপ)
সত্যেন চট্টোপাধ্যায় (সঙ্গীত)

স্থিরচিত্র—ষ্টুডিও সাংগ্রীলা (এড্‌না লরেঞ্জ) : : প্রচার—ক্যাপস্ (C. A. P. S.)

সহকারীবৃন্দ :

প্রধান সহকারী পরিচালক : হীরেন নাগ সহকারী : নরেশ রায় ● চিত্রগ্রহণ : কানাই দে, রুণু ঘোষ

শব্দগ্রহণ : সন্তু বসু ● সঙ্গীত : বিভূতি ভূষণ ● শিল্পনির্দ্দেশ : রবীন দত্ত দৃশ্যপট অঙ্কন : কবি দাশগুপ্ত

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে রীভস্ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও

বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ লিঃ-এ পরিস্ফুটিত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়)

পরিবেশক ঃ কল্পনা মুভিজ লিমিটেড

নিরুপমা দেবী'র

শ্যামলী

শ্যামল মাটির শ্যামা মেয়ে শ্যামলী। কিন্তু জগতের সর্ব্বসুখ বঞ্চিতা, সে যে মূক ও বধির। বাপ মায়ের সান্তনা সে তাদের একমাত্র সন্তান নয়। শ্যামলীর আরও একটি বোন আছে,—নাম তার বিজলী। নামের সাথে চেহারার এমন সাদৃশ্য কদাচিত ঘটে। সেই বিজলীর সঙ্গে ধনী-সন্তান অনিলের বিয়ের কথা পাকা হয়েছে। বড় মেয়েকে অদত্তা রেখেই বিজলীর বিয়ের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। কে বিয়ে করবে এই বোবা, কালা মেয়েকে !

অনিল ধনী সন্তানই শুধু নয়, বিদ্বান ও চরিত্রবানও বটে। মায়ের ইচ্ছায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনিলকে নতি স্বীকার করতে হয়েছে। সরলা দেবীর দুই ছেলে—অনিল ও সলিল। কিন্তু লোকে জানে, অনিলের ঘণিষ্টতম বন্ধু শিশিরও ঐ বাড়ীর ছেলে। দুই বন্ধু চিরকুমার থাকার আদর্শে আবদ্ধ ছিল! অনিলই প্রথম সেই আদর্শচ্যুত হতে চল্‌লো, বিজলীকে বিয়ে করার মত দিয়ে।

বিয়ে বাড়ীতে প্রচণ্ড হট্টগোল। গ্রামের সমাজপতিরা একজোট হয়ে বিজলীর বাবাকে জাতিচ্যুত করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। বড়মেয়েকে অদত্তা রেখে ছোট মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা, তাদের মতে অসামাজিক এবং এই অসামাজিক

কর্ম্মের ফলভোগ-স্বরূপ তাঁকে একঘরে করা ছাড়া তাঁদের অন্য কোন উপায় নেই। বিজলীর বাবা নিজের জাতকুল বাঁচাতে প্রথম লগ্নে শ্যামলীকে সম্প্রদান করে দ্বিতীয় লগ্নে বিজলীকে পাত্রস্থ করাই ঠিক করলেন মনে মনে। কিন্তু তাতেও গোল বাধলো। পাত্রপক্ষ জানতে পারলো এক বোবা ও কালা মেয়েকে সম্প্রদান করে তাদের সঙ্গে শঠতা করা হয়েছে। বিজলীর বাবা বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে তিনি শ্যামলীকে সম্প্রদান করেছেন সমাজপতিদের চোখে ধুলো দিতে, তাঁর অন্য কোন উদ্দেশ্যই নেই এর মধ্যে।

দ্বিতীয় লগ্নের শুভ মুহূর্ত্ত বয়ে যায়, কিন্তু অনিল দ্বিতীয় বারের অনুষ্ঠানে বসতে মোটেই রাজী নয়। বিজলীর বাবা যে উদ্দেশ্যেই প্রথম অনুষ্ঠান করে থাকুন, সে তো মন্ত্র উচ্চারণ করে তাকে স্ত্রী বলেই গ্রহণ করে নিয়েছে, সকলের সমক্ষে।

সমাজপতিদের রোষদৃষ্টি থেকে বাঁচবার কোন উপায়ই রইলো না তবে—বিজলীর বাবা ভাবেন। অনিলের অনুরোধে শিশির বিজলীকে গ্রহণ করলো অনিচ্ছা সত্ত্বেও। কিন্তু অনিল শ্যামলীকে নিয়ে এখন কি করে? গ্রহণ যখন করেছে, তখন তাকে বাড়ী নিয়ে যেতেই হ'বে, কিন্তু মায়ের অশান্ত মনকে সে শান্ত করতে পারবে কি?

শ্যামলীর আগমনে সংসারের শান্তিতে বিঘ্ন দেখা দিল, মা ও ছেলের মধ্যে ভাঙ্গন ধরলো। অবস্থা বুঝে অনিল শ্যামলীকে তার বাবার কাছে রেখে এলো। আর মায়ের মনের শান্তি ফিরিয়ে আনতে বেরিয়ে পড়লো তীর্থ যাত্রার পথে।

পথের আলাপ এক বাঙ্গালী পরিবারের মেয়ে রেবা। রেবা সুন্দরী ও বিবাহযোগ্যা। ফেরার পথে মা রেবাকে নিয়ে এলেন নিজের সঙ্গে। মনে তাঁর গোপন আশা, রেবার সঙ্গে আবার বিয়ে দেবেন অনিলের।

অনিলের কাছে খবর এলো শ্যামলীর অসুস্থতার ও মাতৃবিয়োগের। কর্ত্তব্যের আহ্বানে শ্যামলীকে নিজের কাছে নিয়ে এলো ও রেবার সহযোগিতায় তাকে সুস্থ করে তুললো। অনিলের মনে এসেছে দ্বন্দ্ব। রেবার প্রতি তার ক্রমবর্দ্ধমান আকর্ষণের কথা তো নিজের কাছে আর অজ্ঞাত নেই, কিন্তু সেই আহ্বানে মন সায় দেয় কই? যা ঘটে গিয়েছে, তাতে শ্যামলীর অপরাধ কতটুকু? এই নিষ্ঠুর জগতে সে ছাড়া বোবা কালা মেয়েটার সহায় ও সম্বল বলতো কিছুই নেই। কিন্তু রেবারই অপরাধ কোথায়?—একজনকে তো বঞ্চিতা হতেই হ'বে। তবে কে সে?

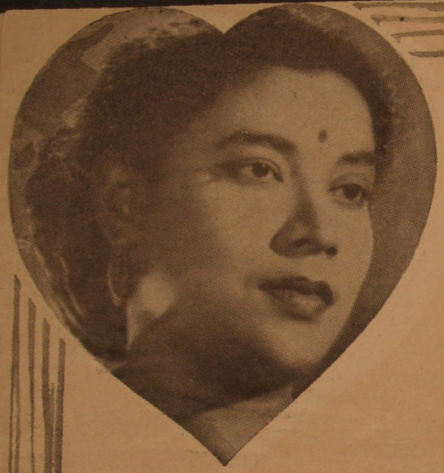

সঙ্গীতাংশ

(১)

চিনি গো তারে এলো যে দ্বারে,
ছিল সে আমার স্বপন পারে।
বাসরে কত সুখে বঁধুর সাথে,
প্রহর জেগে রব এ মধুরাতে
এলো সে অভিসারে ॥
কহিব কানে কানে গোপন কথা,
আবেশে ভরে রবে এ নীরবতা।
(তারে) বাঁধিব ফুলহারে ॥

(২)

ডোল রহি হ্যায় পওয়ন পূরবইঁয়া
ঝুম রহি হরিয়ালি
জানে কিসকো পাস বুলাওয়ত
কুক কোয়েলিয়া কালী
মনমোহন শ্যাম্ হামারে
নয়নো মে আয়ে মনকেওয়াসী
আকর পার উতারে
ও মনমোহন শ্যামসলোনে
আও ত্যান মনকে দুখখোনে
ছা যায়ে জীওয়ান বাগিয়ামে
মস্তী ভরী বাহারে
তুম বীন মোহন সব জগ শূনা
দিন দিন বঢ়ত বিরহ দুখ দুনা
দরশন প্যাসে নয়ন হামারে
পল পল তুম হেঁ পুকারে

(৩)

আমার এ প্রেম ধূপের মতন
নিজেরে দহিতে চায়,
শুধু সুরভি সে রেখে যায়।
আমি বেঁধেছি যেথায় ঘর,
সে তো ভুলে ভরা বালুচর—
ণ রাতের জোছনার ব্যথা এ হৃদয় খুঁজে পায়
চাওয়া পাওয়া হয়ে গেল বুঝি শেষ,
র ভাঙ্গা এ বাঁশীতে তবু বাজে যেন—
ানো সুরের রেশ।
ানি) আমার মালার ফুল,
(সে যে) হোলোগো কাঁটার ভুল,
মি যে আঁধার অভিশাপ লয়ে—
দূরে সরে থাকি হায় ॥

(৪)

পবনমন্দ সুগন্ধশীতল হেমমন্দির শোভিতং
নিকট গঙ্গা বহতি নিরমল শ্রীবদরীনাথ বিশ্বম্ভরম্ ॥
শেষ সুমীরণ করত নিশিদিন ধ্যান ধরত মহেশ্বরং
শ্রীবেদ ব্রহ্মা করত স্তুতি শ্রীবদরীনাথ বিশ্বম্ভরম্ ॥
ইন্দ্র চন্দ্র কুবের ধুনীকর ধূপদীপ প্রকাশিতং
সিদ্ধ মুনিজন করত জয় জয় শ্রীবদরীনাথ বিশ্বম্ভরম্ ॥
শক্তি গৌরী গণেশ শারদ নারদ মুনি উচ্চারণং
যোগী ধ্যানী অসার লীলা শ্রীবদরীনাথ বিশ্বম্ভরম্ ॥

প্রচার অঙ্কনে

ষ্টুডিও আল্পনা

ক্যাপসের পক্ষ হইতে রবি বসু কর্তৃক সম্পাদিত, কল্পনা মুভিজ লিঃ, ৫৩, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।